যুগান্তর

তারিখ ... 06 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ২ .....

ছাত্রলীগ-ব্যবসায়ী সংঘর্ষ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার আতংক

রংপুর ব্যুরো

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের পর থেকে ক্যাম্পাসে গ্রেফতার আতংক বিরাজ করছে। এতে শিক্ষার্থীশূন্য হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়, ক্যাম্পাসজুড়ে সুনসান নীরবতা। শিক্ষক-কর্মচারীরা অফিসে অলস সময় কাটাচ্ছেন। শিক্ষার্থী না থাকায় কোনো ক্লাস হয়নি। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেফতার দাবিতে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন মেসগুলোতেও গ্রেফতার আতংক বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধশতাধিক মেস রয়েছে এ এলাকায়। ভয়ে তাঁরা ক্যাম্পাসে যাওয়া তো দূরের কথা খাবার বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য হাটবাজারেও যাচ্ছেন না। কয়েকজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করে জানান, তারা মেসে এক রকম অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। তাদের মেসের গৃহকর্মীদের কাজে আসতেও বাধা দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে যেসব সাধারণ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পসে আছেন তারাও ক্যাম্পাসের বাইরে আসতে পারছেন না। তাদের মধ্যেও গ্রেফতার আতংক কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. নুর-উন-নবী যুগান্তরকে জানান, শনিবারের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তদন্তে কোনো ছাত্র যদি দোষী প্রমাণিত হয় তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। সেইসঙ্গে আইনশৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে বলা হবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করায় কেন্দ্রীয় নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, যদি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা হয় তাহলে যেন প্রকৃত ছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে যারা কমিটিতে আছেন তাদের অনেকে পাস করে বের হয়ে গেছেন। আবার কারও ছাত্রত্ব নেই। শনিবার ক্যাম্পাসের বাহিরে ঘটনা ঘটেছে। যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। সে জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না।

তিনি বলেন, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদি হাসান শিশিরের ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছে অনেক আগে। আর সাধারণ সম্পাদক মাহামুদ হাসান পাস করে বের হয়ে গেছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অপরিচিত যুবকরা কারা : শনিবার রাতে সংঘর্ষের সময় সাংবাদিক, পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার একটি বিষয় নজরে আসে। তা হল— স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একদল সশস্ত্র যুবক। তারা বারবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়িতেও তারা হামলা-ভাংচুর করে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা এ সময় নিরুপায় হয়ে ওই হামলাকারীদের তাণ্ডব দেখতে থাকেন। তারা পেট্রল ঢেলে বৈদ্যুতিক টাওয়ারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গেটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর ছবিসংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন ও তোরণে অগ্নিসংযোগ করে। এলাকার একাধিক বাসিন্দা জানান, হামলাকারী ওই যুবকদের অনেকেই এলাকার বাসিন্দা নন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর মিস তামান্না সিদ্দিকী বলেন, এ ঘটনায় বহিরাগতরা জড়িত। থানায় এ নিয়ে ব্যবসায়ীরা মামলা করেছেন। বিষয়টি আইনগতভাবে নিষ্পত্তি হবে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করার নেই।

কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম জাহিদুল ইসলাম জানান, তদন্ত করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।